শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউট (হাইস্কুল)

নবম শ্রেণিঃ বাংলা

মূল্যায়ন উত্তরপত্র- ১

১.

১.১. (খ) প্লেটোর দরজায়।

১.২. (ক) দশটাকা

১.৩. (ঘ) স্রোতের বিদ্রুপ শোনা যায়।

১.৪. (খ) সন্দেশে।

১.৫. (গ) হেলমেটের কাঁচ চাটে।

১.৬. (ঘ) পিঁপড়ে।

১.৭. (ক) পাঁচশো টাকা।

১.৮. (খ) আ।

১.৯. (ঘ) ৭

১.১০. (ক) হ।

১.১১. (ঘ) ব্যঞ্জনসঙ্গতিকে।

১.১২. (ঘ) যাওয়া।

১.১৩. (গ) স্থানান্তর।

১.১৪. (গ) শিষধ্বনি।

১.১৫. (খ) সঘোষ ধ্বনি।

২.

২.১. দাঁড় টানার পরেও কবির নৌকা চলা শুরু করবে না। কেননা, কবির নৌকা নোঙরে আবদ্ধ হয়ে আছে। সেকারণেই 'দাঁড় টানা' বা এগিয়ে চলার প্রচেষ্টাকে কবি মিছে বলেছেন।

SRAI

২.২. 'নোঙর' কবিতাটি কবি অজিত দত্তের "শাদা মেঘ কালো পাহাড়" গ্রন্থের অন্তর্গত।

২.৩. জাঁকিয়ে বক্তৃতা করার সময় সুকুমার রবীন্দ্রনাথ থেকে বারোটা উদ্ধৃতি দেয় এবং একটা ইংরেজি কোটেশন বার্নার্ড শ-এর নামে চালিয়ে দেয়।

২.৪. উল্কার স্বপ্ন দেখার পর গোলঞ্চগাছে আঙুলের মতো পাঁচটা ঝোলা ঝোলা পাপড়ি-ওয়ালা ফুল ফোটা শুরু হয়। যারা দিনে কুচকুচে কালো, রাতে ফসফরাসের মতো জ্বলে ওঠে।

২.৫. মঙ্গলযাত্রার পথে প্রোফেসর শঙ্কুর তৈরি রোবট বিধুশেখর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "ধনধান্যপুষ্পভরা" গানটি গাইছিল।

২.৬. বাংলা ভাষাসাহিত্যের চিরস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব রাজশেখর বসুর লেখা শব্দাভিধান 'চলন্তিকা'।

২.৭. একাধিক স্বরধ্বনির সংযোগে গঠিত স্বরধ্বনিকেই*দ্বিস্বর বা যৌগিকস্বর বা সন্ধ্যাক্ষর* বলে।

যেমনঃ ঐ (ও+ই), ঔ (ও+উ) ইত্যাদি।

২.৮. প্রতিটি ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে একটি স্বরধনি 'অ' নিহিত থাকে। একেই*নিহিতস্বর বা নিহিত 'অ' বা নিহিত স্বরধ্বনি বলে।*

যেমনঃ ক = ক্+অ(নিহিত স্বর)।

২.৯.'পদ্দ' পরিবর্তনটিকে প্রগত সমীভবন বলা হবে।

প্রদত্ত উদাহরণে (পদ্ম>পদ্দ) পূর্ববর্তী 'দ' এর প্রভাবে 'ম্', দ- তে রূপান্তরিত হচ্ছে তাই এটি প্রগত সমীভবনের উদাহরণ।

২.১০. সমাক্ষর লোপের উদাহরণ - পাদোদক > পাদক, বড়দাদা > বড়দা।

৩.

৩.১. প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দাম' ছোটোগল্পে 'ছবি' বলতে গল্পকথক সুকুমারের অঙ্কশিক্ষকের বর্ণনাকে বোঝানো হয়েছে। বর্তমানে বাংলাভাষাসাহিত্যের অধ্যাপক সুকুমারের শৈশবে ছিলো অঙ্কভীতি। স্কুলের অঙ্কস্যার ছিলেন তাদের কাছে বিভীষিকা। তাই অঙ্ক ক্রমে তার কাছে আতঙ্কে রূপান্তরিত হয়।

বড়ো হয়ে পত্রিকার অনুরোধে শৈশব স্মৃতি লিখতে গিয়ে মাস্টারমশাই-এর কথাই লেখে সুকুমার। এবং এতদিনকার ক্ষোভ, আতঙ্ক, অনীহার পরিণামে মাস্টারমশাই চরিত্রটিকে কাঠগড়ায় তোলে সুকুমার। লেখে অহেতুক তাড়না করে শেখাতে গেলে সে শিক্ষা ব্যর্থ হয়। গাধা ঘোড়া হয় না বরং পঞ্চত্ব পায়। কিছু সদুপদেশসহ এ লেখা মাস্টারমশাইয়ের সম্পর্কে পাঠকের বিরূপ মনোভাবই জন্ম দেবে। এমন অনুজ্জ্বল ছবিই সুকুমার ফুটিয়ে তোলে।

৩.২. স্বনামধন্য কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দাম' ছোটোগল্পে প্রাপ্য এ মন্তব্যের বক্তা স্বয়ং গল্পকথক সুকুমার।

- অধ্যাপক সুকুমার ভালো বক্তা। কিন্তু সুকুমার জানে তার বক্তব্য শ্রোতাদের পুলকিত করলেও আসলে তা সারগর্ভ নয়। সেই বক্তৃতা শুনে মাস্টারমশাই বলেন "খুব খুশি হয়েছি।" তখনই তার একথা মনে হয়। বিজ্ঞানের ছাত্র মাস্টারমশাই। বুদ্ধিতে ছুরির ফলার মতো ঝকঝক করতো তাঁর চোখ। বক্তৃতার ফাঁপা ফানুসে তাঁর মুগ্ধতা প্রমাণ করে তাঁর মনের বয়স বেড়েছে বলে। এজন্যই সুকুমার অখুশি হন।

SRAI

৩.৩. সুবিখ্যাত কবি অজিত দত্ত তাঁর 'নোঙর' কবিতায় এক স্বপ্নসন্ধানী মানুষের জীবনালেখ্য তুলে ধরেছেন। যে মানুষটি জীবনলক্ষ্য পূর্ণ করার জন্য দূর সিন্ধুপারে যাত্রা করতে গিয়ে দেখেন *"নোঙর গিয়েছে পড়ে তটের কিনারে।"*

নাছোড়বান্দা মানুষটি তবু প্রচেষ্টা করেন। যাত্রাশুরুর জন্য তিনি দাঁড় টানেন, মাস্তুলে পাল বাঁধেন, তারার দিকে চেয়ে দিকের নিশানা করেন, তরী বোঝাই করেন নিত্যনতুন পণ্যতে। বারংবার ব্যর্থতার পরেও এই অনবরত প্রয়াসই তাকে বিশিষ্ট করে তোলে।

৩.৪. প্রসিদ্ধ কবি অজিত দত্তের অসামান্য সৃজন 'নোঙর' কবিতাটি। সাধারণ, মধ্যবিত্ত মানুষের আমৃত্যু স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার প্রচেষ্টা এ কবিতায় রূপকায়িত হয়েছে। স্বপ্ন দেখে মানুষমাত্রেই। আর সে স্বপ্নকে পূর্ণ করতে, বাস্তবায়িত করতে গিয়ে নানান প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয় সে। জাগতিক বন্ধন, সাংসারিক বন্ধন, রিপুর তাড়না এসব এসে প্রতিমুহূর্তে তার জীবনতরীটিকে করে নোঙরাবদ্ধ। ফলত তাঁর উদ্যম ব্যর্থ হয়।

কিন্তু কবি জানেন উদ্যমবিহনে মনোরথপূর্ণ হয় না। তার প্রচেষ্টারহিত জীবন মৃত্যুরই শামিল। অতএব মেঘের আড়ালে সূর্য খুঁজতে তিনি সবসময় উদ্যমী, উদ্যোগী হন। নাছোড়বান্দা মানুষেরই প্রচেষ্টা চলে অবিরাম দাঁড় টানার মধ্য দিয়ে।

৩.৫. প্রোফেসর শঙ্কু বাংলা শিশুসাহিত্যে এক অবিস্মরণীয় সংযোজন। সত্যজিৎ রায় 'সন্দেশ' পত্রিকায় এই চরিত্রকে প্রথম পাঠকসমীপে আনেন পাঠ্য 'ব্যোমযাত্রীর ডায়রি' গল্পটির মধ্য দিয়ে ১৩৬৮ বঙ্গাব্দে। গল্পকথক তার পিতার বন্ধু তারক চাটুজ্জের কাছে বছর পনেরো নিরুদ্দিষ্ট প্রোফেসর শঙ্কুর ডায়রি কেমনভাবে আসে জানতে চাওয়ায় তারকবাবুই এ বর্ণনা দেন।

বছরখানেক আগে সুন্দরবনে উল্কাপাত হলে তারক চাটুজ্জে সেখানে যান বাঘছাল পাওয়ার লোভে। বাঘ-হরিণ কিছুই পান না সেখানে। পান গোটা কয় গোসাপের ছাল। আর পাথরটা যেখানে পড়েছিল তার খুব কাছেই মাটির ভেতর কী একটা উঁকি মারছে দেখে টেনে তোলেন। খুলতেই প্রোফেসর শঙ্কুর নাম দেখে পকেটস্থ করেন। এভাবেই তারক চাটুজ্জের হস্তগত হয় প্রোফেসর শঙ্কুর ডায়রি।

SRAI